দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

৪৬

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি প্রসঙ্গে

১৯৭৭ সালে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি গঠনের সংবিধান প্রণীত হয়। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ২২ আগস্ট 'নিকার' কর্তৃক অনুমোদিত শা-৪/৫সি-৮/৮৬ শিক্ষা স্মারকে কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিষয়টি রেগুলেশান ৪ (১) (এ) (।।) ধারার বিধান দ্বারা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয়, 'জেলা সদর দপ্তরের বাইরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা বা অন্য কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে মনোনয়ন করা যাবে'। সেই থেকে জেলা সদরের বাইরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান এ ভাবেই নির্বাচিত হয়ে আসছে। এতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিশেষ এবং জরুরি সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হয় না। বেতন বিলে স্বাক্ষর নিতেও হয়রানি হতে হয় না। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা চলছে। এখন জেলা সদরের বাইরের সকল বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার পালন করছেন। অথচ ৬-২-৮৯ তারিখের ৪/১৬-২৮/৮৮/২০৫ শিক্ষা স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত দিয়েছে, 'একই ব্যক্তি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করার আদেশে সকল চেয়ারম্যানই অপসারিত হয়েছেন। দু'একজন এই আদেশের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে বহালও রয়েছেন। কিংবা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বের প্রথায় নতুন কমিটি গঠন করেছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার যে সব বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের আকস্মিক সমস্যায় জরুরি ও বিশেষ সভা হতে পারছে না। সাধারণ সভার মিটিংয়ের দিন নির্বাহী অফিসার জরুরি কাজে স্থানান্তরে থাকলে মিটিং হয় না। দূর থেকে আসা সংশ্লিষ্টরা হয়রান হয়ে ফিরে যান। একাধিক দিন এ রকম ঘটে। বেতন বিল স্বাক্ষরেও এমন হয়। এতে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মিটিংয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১১ (১০) ধারায় কথিত হয়েছে, 'সকল মিটিং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হতে হবে।' দেখা গেছে ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে বিরোধ ঘটলে এবং তা আদালত পর্যন্ত গড়ালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরে অনুষ্ঠিত সভা আদালত আমলে নেন না। লক্ষ্য করা গেছে, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সংবিধানভিত্তিক না হলে বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে। তাই সংবিধান মোতাবেক বিদ্যালয় পরিচালনা এবং প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে গেজেটে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মো. শাফায়েত-উল ইসলাম,
গ্রাম: বাদেমাজু, ডাকঘর: আলমডাঙ্গা,
জেলা: চুয়াডাঙ্গা।